ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাকে সম্মানিত করেছে টাইম ম্যাগাজিন

ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর -- গত ১-৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত টাইম ম্যাগাজিনের বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা কনসার্ন উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট (সিডব্লিউএফডি)-এর যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা মিসেস মুশতারি খানকে সম্মানিত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী দরিদ্রদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য যে দশ জন বিশ্ব স্বাস্থ্য কর্মী পুরস্কৃত হয়েছেন মুশতারি খান তাদের একজন।

এই সম্মেলনে চিকিৎসা, সরকার, ব্যবসা, জননীতি এবং শিল্পকলার শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলায় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমাধানের জন্য আহবান জানানো হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে ছিলেন মাইক্রোসফট এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি অনান এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। মিসেস মুশতারি খানও সেখানে বক্তা হিসেবে তাদের সাথে অংশ নেন।

শিক্ষক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করলেও মুশতারি খান সর্বদাই দরিদ্র এলাকায় বসবাসকারী মহিলাদের সহায়তা করার সুযোগ খুঁজেছেন। ১৯৭৪ সালে দেশের চরম দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রথম এই সুযোগ লাভ করেন। দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণকালে তিনি এক দল মহিলার সাথে ঢাকার বিভিন্ন বস্তি এলাকায় ঘুরে বেড়ান এবং ঐ শোচনীয় অবস্থায় বসবাসরত দরিদ্রদের কলেরার টিকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন।

ওই সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনার সময় মিসেস খানসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা বুঝতে পারেন যে, একটি বড় পরিবারের বোঝাই হলো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রধান বিষয়। এরপর থেকে ওই স্বেচ্ছাসেবী দলটি পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মহিলাদের শিক্ষা দিতে নিয়মিত একসাথে কাজ করতে শুরু করেন এবং তাদের কম সংখ্যক সন্তান গ্রহণে আহবান জানান। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে

কনসার্ন উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশী মহিলাদের জন্য বাংলাদেশী মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে আনুষ্টানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

'ইউএসএআইডি' সেই ১৯৭৬ সাল থেকে 'সিডব্লিউএফডি'-কে সহায়তা করে আসছে। 'ইউএসএআইডি'-র সহযোগিতায় 'সিডব্লিউএফডি' বর্তমানে ঢাকার ১০ লাখেরও বেশি লোককে উন্নতমানের পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে।

পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহার করতে মহিলাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে মুশতারি খান স্থানীয় বস্তিগুলোতে কাজ করেছেন। তিনি মহিলাদের শাশুড়ি এবং স্বামীদেরকেও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে সাধারণত এরাই সিদ্ধান্ত নয়ে তাকে। সেই জন্য মিসেস খান তাদেরকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ছোট পরিবারের সুবিধা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এর আগে মিসেস মুশতারি খান মার্গারেট স্যাঙ্গার অ্যাওয়ার্ড, 'সেন্টার ফর পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (সিইডিপিএ)-এর লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল হেল্‌থ (এনডিআইএইচ)-এর হেল্‌থ লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। তিনি 'ইউএনএফপিএ', প্ল্যান্‌ড প্যারেন্টহুড ফেডারেশন অব অ্যামেরিকা এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং 'সিইডিপিএ'-কে কারিগরী পরামর্শ প্রদান করেছেন।

==========

জিআর/ ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* উযধশধচঅ@ংঃধঃব.মড়া এবং *ডবনংরঃব: ফযধশধ.ঁংবসনধংঃ.মড়া (ঘবা) এ যোগাযোগ করুন।*